তুরস্কে পাঁচ দিন

মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দীর সফরনামা

তুরস্কে পাঁচ দিন

মূল : ড. মুসতফা কামাল
অনুবাদ : যুবাঈর আহমাদ

নাশাত

তুরস্কে পাঁচ দিন
মূল : ড. মুসতফা কামাল
অনুবাদ : যুবাঈর আহমাদ

প্রথমপ্রকাশ : জুলাই, ২০১৯
প্রথমসংস্করণ : মার্চ ২০২১

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৭১০৫৬৪৬৭১
nashatpub@gmail.com

প্রচ্ছদ : হামীম কেফায়েত
অনুবাদস্বত্ব : নাশাত
মূল্য : ১৫০ (একশ পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-34-7084-3
মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

ইসাল ও ইহদা

জিহ্বা ও তলোয়ার একসাথে চালনা-করা তাসাওউফ সিলসিলার ইমামদের প্রতি। বিশেষ করে ইমাম শামিল, ইমাম আহমাদ ইবনু ইরফান ও ইমাম উমর মুখতারের রুহের উদ্দেশে। ফল নয়, সময়ের চাহিদা পূরণে যারা নিজেদের সর্বস্ব নিয়ে বের হয়েছিলেন, উম্মাহর ক্রান্তিকালে...

যুবাঈর আহমাদ

নাশাতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই

খোলাসাতুল কোরআন/ মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
হিউম্যান বিয়িং : শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব/ ইফতেখার সিফাত
বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত / মাওলানা ইসমাইল রেহান
ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
ইসলাম ও মুক্তচিন্তা/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত/ সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহ.
খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস/ মাওলানা ইসমাইল রেহান
সিরাতে রাসুল : শিক্ষা ও সৌন্দর্য/ ড. মুসতফা সিবায়ী
মোগল পরিবারের শেষদিনগুলি/ খাজা হাসান নিজামী
গুনাহ থেকে বাঁচুন/ মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ.
কারাবাসের দিনগুলি/ জায়নাব আল গাজালি
হারিয়ে যাওয়া পদরেখা/ মাওলানা ইসমাইল রেহান
নির্বাসিতের জবানবন্দি/ সুলতান আবদুল হামিদ রহ.
বেলালের আত্মস্বর/ সৈয়দ সালিম গিলানী

অনুবাদকের কথা

বাংলা ভাষায় ভ্রমণকাহিনির তালিকা খুব একটা ছোট নয়। এখন তো বেশ সমৃদ্ধই বলা চলে। ভ্রমণে আনন্দ পায় পর্যটক। একে উপভোগ করে মুসাফির আর এ থেকে হারানো ঐতিহ্য ও শিক্ষার উপকরণ খুঁজে ফেরে দরদি চিন্তক, ভাবুক ও জাতির দরদি কর্ণধারগণ। আলোচ্য ভ্রমণালেখ্যটি উসমানি খিলাফতের ঐতিহাসিক রাজধানী ও আধুনিক তুরস্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর ইস্তাম্বুল থেকে শুরু হয়ে প্রেমের কবি রুমীর সমাধিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। সফরটি ছিল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতায় মেশানো। মিল্লাতের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের পথ ও পন্থা ভ্রমণরত সম্মানিত শায়েখদের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ চিন্তাধারার মাধ্যমে সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। সফরে সকলের নয়নমণি হিসেবে অবস্থান করেছেন মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী হাফিজাহুল্লাহ।

তাজকিয়া। আত্মশুদ্ধি। একটি শব্দ। একটি পরিভাষা। কিন্তু এর মর্ম ও প্রায়োগিক গুরুত্ব ইসলামের তারবিয়াতি ইতিহাসে অপরিসীম। মানুষকে 'মানুষে' পরিণত করতে এই আত্মশুদ্ধি বা তাজকিয়াই যুগ যুগ ধরে পথের দিশা দিয়ে এসেছে। প্রত্যেক নবি তাঁর উম্মতের মাঝে এই আত্মশুদ্ধির মেহনত করে গেছেন।

দাওয়াত, তালিম, তাজকিয়া ও জিহাদ—মৌলিক এই চার পদ্ধতিতেই দীনের কাজ হয়ে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এগুলোর মাঝে সমন্বয়ই ছিল সফল মনীষীদের সাধারণ কর্মপদ্ধতি। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন মুসলিমরা দুর্বল হতে শুরু করল, একে একে সব দিক থেকে হতাশা আর নিরাশার ধ্বনি আসতে থাকল, তখন আর এই ঐতিহাসিক ও বরকতময় সমন্বয়কে আগলে রাখা সম্ভব হলো না। পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে বা নিজেদের ন্যূনতম অস্তিত্ব রক্ষার্থে মুসলিমরা দীনের মেহনতের ক্ষেত্রে একমুখী ও একপেশী হতে শুরু করল। এতে সাময়িকভাবে আশাব্যঞ্জক ফল পেলেও ক্রমেই এই একমুখী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি তাদের অন্যান্য মৌলিক কাজের ধারার ব্যাপারে চরম উদাসীন করে তুলল। প্রায়োগিকভাবে নয় শুধু, তাত্ত্বিকভাবেও। ধীরে ধীরে নিজের কর্মক্ষেত্র ব্যতীত দীনের অস্তিত্বই প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলল কিছু অবোধ ও দুর্ভাগা মুসলিম। সুদীর্ঘকাল এভাবে চলার ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু অনুমিত একটি জটিল ও সংকীর্ণ প্রান্তিকতার শিকার হয়ে পড়ে তারা। দেখতে দেখতে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করে সময়। কিন্তু পরিস্থিতি আগের চেয়ে বেশি প্রান্তিকতাপূর্ণ হয়ে পড়ে। শত শত দীনি প্ল্যাটফর্ম উপস্থিত থেকেও উল্লেখযোগ্য কোনো ফল তাই আর পাওয়া যায় না এখন।

এই প্রকট প্রান্তিকতার শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আলোচিত চারটি অঙ্গনই। তবে এর মাঝে তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হয়েছে যেই অঙ্গন, তা হলো তাজকিয়া। তালিমের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইলম অর্জনে নানামতের মানুষ আজ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। সাধ্যমতো ইলম শেখায় সময় ও শ্রম ব্যয় করছেন। তারপরও ইলম অর্জনে দৈন্য তো এখন একটি স্বীকৃত বাস্তবতা। দাওয়াতের ময়দানেও প্রায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের একটা মোহনা তৈরি হয়েছে। যদিও প্রান্তিকতার কলুষ তার কদর্য চেহারা প্রকাশ করায় এই ময়দান আজ হতাশাজনক বিভক্তির শিকার। জিহাদের ময়দানও পিছিয়ে নেই কোনো অংশে। উন্নত মনোবল ও বিশুদ্ধ চিন্তাধারার যুবকরা মুসলিমবিশ্বের নানাপ্রান্ত থেকে আজ হিজরতের সুন্নাত জিন্দায় তৎপর হয়েছেন। যদিওবা অনেকে পর্যাপ্ত ইলম না থাকায় অন্ধকার চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছেন।

তবু বলতে হয়, এককভাবে অবহেলার শিকার হয়েছে তাজকিয়ার মেহনতের মজলুম এই ধারাটি। আলোচিত তিন ধারায় কর্মরত অনেকেই এখন তাজকিয়ার মেহনতকে আর একক কোনো মেহনত ভাবতে পারেন না। সাধারণ সাথিদের কথা বাদই থাকুক। এটি একটি দুঃখজনক বাস্তবতা যে, আজকাল হাদিসে নববির সর্বোচ্চ সনদ গ্রহণকারী আলেমগণও খুব স্বল্প সংখ্যায় এই মেহনত ও এখনকার মাশায়েখের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে আগ্রহী হন। ওয়া ইলাল্লাহিল মুশতাকা!

কুরআনে কারিম, হাদিসে নববি এবং সাহাবিদের জীবনী সামনে রাখলে তাজকিয়ার মেহনতকে একটি একক মেহনতরূপেই চোখে পড়ে। শরীরের মূল যেমন রুহ, তেমনি সকল মেহনতের মূল হলো আত্মার এই শুদ্ধীকরণ। এই শুদ্ধি ছাড়া কোনো আমলই ইখলাসের সাথে আদায় করা সম্ভব নয়। এককভাবে আত্মশুদ্ধি অর্জন করার ব্যাপারে তো 'কদ আফলাহা মান ঝাক্কাহা' আমাদের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। আমাদের পূর্বসূরি মনীষীদের রেখে যাওয়া এই মোবারক ও মাসনুন মেহনত যত দ্রুত আগলে ধরতে পারব, কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ তত দ্রুত আমাদের নসিব হবে। ইনশা আল্লাহ!

বক্ষ্যমাণ ভ্রমণালেখ্যটিতে তাজকিয়ার এই মেহনতের গুরুত্ব ও হারানো ভূমি এবং পুরোনো গৌরব উদ্ধারে এর প্রভাব ও অবদান সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। নকশবন্দী হজরত দীন ও দুনিয়ার বহু বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে অনন্য পর্যায়ের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মানুষ। সর্বশেষ খিলাফতের পতনভূমিতে ঘুরে বেড়িয়ে তিনি যেভাবে তাজকিয়া, তালিম, দাওয়াত ও জিহাদের সমন্বয়ে মুসলিম মিল্লাতের পুনরুত্থানের চিত্র এঁকে দিয়েছেন, তা যেকোনো ভাবুক ও বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর মুসলিমের হৃদয়কে নাড়া দেবে। দেখিয়ে দেবে বিজয়লাভের কাঙ্ক্ষিত সঠিক পথ।

অন্যান্য ভ্রমণকাহিনি থেকে এই ভ্রমণবৃত্তান্তের মৌলিক পার্থক্য এখানেই। ঠিক এ কারণেই আগ্রহী হয়ে এই কাজে হাত দিয়েছিলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার অপার অনুগ্রহে কাজটি আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। হজরতের মধ্যএশিয়া-ভ্রমণ নিয়ে ইতোপূর্বে একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত বাংলাভাষী পাঠকসমাজ পড়েছেন। নুর ও নুরানিয়াত এবং ফুয়ুজ ও তাওয়াজ্জুহের অবারিত বর্ষণের কথা হয়তো তাদের দ্বিতীয়বার বলে দিতে হবে না। যারা নতুন, তাদের জন্য কিছু চমকের ইঙ্গিত রেখে গেলাম।

মহান রবের দরবারে ফরিয়াদ ও কামনা—তিনি যেন এই ক্ষুদ্র কাজটি কবুল করে নেন। অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজ ইচ্ছা ও শান অনুযায়ী বদলা দান করেন। তাজকিয়ার মেহনতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করার তাওফিক দান করেন। হজরত ও তাঁর সিলসিলার বরকত কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখেন। আমাদেরও সাধ্যানুযায়ী আত্মশুদ্ধির সুন্নাত বুঝে-শুনে আদায় করার তাওফিক দান করেন। আমিন।

যুবাঈর আহমাদ
হাবিপ্রবি, দিনাজপুর
১১ জিলকদ, ১৪৪০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، أَمَّا بَعْدُ

প্রথম যুগের মনীষীগণ তাদের হৃদয়কোঠায় লালিত মাহবুবের ভালোবাসা ও তার বাণী বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌঁছানোর জন্য আজন্ম ছুটে চলেছেন (এটি একটি চমকপ্রদ ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, মুসলিমবিশ্বের ভৌগোলিক সীমানাগুলোতে আজও সাহাবি, তাবেয়ি ও তাদের উত্তরসূরিদের পবিত্র দেহ শায়িত আছে)। বিশ্বভ্রমণের পথে পথে আমি এই বিষয়টি খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করে বার বার বিস্মিত হয়েছি। মুসলিমবিশ্বের আজকের সীমানাগুলোও সাহাবা ও তাবেয়িদের কবর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। এই সামান্য কথার ইশারাই বোধসম্পন্ন মানুষদের জন্য যথেষ্ট।

তুরস্ক এমনই একটি ভূখণ্ড, যা নবি সা. এর সাহাবিদের উপস্থিতি দ্বারা সম্মানিত। রাসুলে আরাবির জন্য আবু আইয়ুব আনসারির ইশক ও মহব্বত—কুবার গলি থেকে যা আদব ও ইহতিরামের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল—এর সমাপ্তি ঘটে কনস্টান্টিনোপলের দুর্গপ্রাচীরের নিচে গিয়ে। একই গল্পের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কোনিয়ায়, যেখানে শামস তাবরিজের কোমল পরশে প্রমত্ততার উন্মেষ ঘটে আল্লাহর প্রেম ও মহব্বতের এক নতুন যুগের। মাওলানা রুমীর হাতে উদিত হয় নতুন রবি—মসনবী। নববি ইশক ও মহব্বতের একই ফল্গুধারায় নিজেকে মাতিয়েছেন মাত্র একুশ বছর বয়সে 'নি'মাল আমির' খেতাব অর্জনকারী বিশ্ববিখ্যাত সিপাহসালার সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ। ভালোবাসার উপাখ্যান এখানেই শেষ নয়। কারণ, এ তো এক চিরন্তন স্রোতধারা, যার প্রবাহ শেষদিবস পর্যন্ত বহমান থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আমি তো মাশায়েখ কর্তৃক আদিষ্ট সিলসিলার অমূল্য আমানতের নিছক বহনকারী, দেশ থেকে দেশান্তরে আল্লাহ আল্লাহ জিকিরের আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়াই যার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہی

আমরা তো এজন্য বেঁচে আছি, যাতে তোমার নামের তাসবিহ জপতে পারি।

মহান আল্লাহ যেন আমাদের এই তুরস্ক-সফর কবুল করেন। আমাদের পরকাল-পথের যাত্রা সহজ করেন। এই সফরের ওসিলায় আখিরাতের নাজাতের ব্যবস্থা করেন। আমিন।

জুলফিকার আহমাদ
নকশবন্দী মুজাদ্দিদী
৫ এপ্রিল, ২০১১

নিবেদন

ইমাম রাজি রহ. বলেছেন, যখন কোনো আল্লাহর ওলি একটি এলাকা অতিক্রম করেন, সেখানে বসবাসরত সকলেই তার আধ্যাত্মিক নুর ও আলোকচ্ছটা স্বল্পমাত্রায় হলেও অনুভব করতে পারে। যাদের অন্তর কলুষতামুক্ত ও আল্লাহর জিকিরে সদাব্যস্ত; প্রকৃতপক্ষে তারাই এ নুর অনুভব করতে পারবে। আমাদের শায়েখ ও মুরশিদ মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী মুজাদ্দিদীর সান্নিধ্যে বসে শোনা তিনটি ঘটনার মাধ্যমে এই বিষয়টির মর্ম ও রহস্য আরও ভালোভাবে বুঝা সম্ভব। তাই শুরুতেই আমরা সেই ঘটনাগুলো উল্লেখ করছি।

একবার, ইমামুল উলামা ওয়াস সুলাহা[১] হজরত খাজা আবদুল মালিক সিদ্দিকী রহ. বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব রাজ্যের অন্তর্গত শহর খেওরা ভ্রমণ করছিলেন। তার সফরসঙ্গী ছিলেন তারই সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সুযোগ্য খলিফা হজরত গোলাম হাবিব[২]। পথ চলতে চলতে এক পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছে গেলেন তারা। সামনে ছিল একটি পাহাড়ি গ্রাম। খাজা সাহেবের দৃশ্যপটে সামনের গ্রামটি আসতেই তিনি গোলাম হাবিব সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন এখানে কোনো আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ বসবাস করেন কিনা। গোলাম হাবিব সাহেব জানালেন, এমন কোনো পরিচিত বুজুর্গ এই এলাকায় নেই। কিন্তু খাজা সাহেব আশ্বস্ত হতে পারলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ভালো করে খোঁজ নাও তো, কোনো বুজুর্গ আলেম এই এলাকায় বসবাস করেন কিনা। কেননা, খাজা সাহেবের আধ্যাত্মিক আলোয় পূর্ণ হৃদয় এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, এখানে বিশেষ নুর ও নুরানিয়াতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু গোলাম হাবিব সাহেব বললেন, আমি এই এলাকা ও তার অধিবাসীদের ব্যাপারে খুব ভালো করেই জানি, এখানে উল্লেখযোগ্য কোনো আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ আলেম থাকেন না।

অগত্যা খাজা সাহেব ও তার সঙ্গীরা এই এলাকায় তাদের মেজবানদের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আর তখনই আসল খবর জানা গেল। খাজা ফজলে আলি

---

[১] এই উপাধির অর্থ হলো- আলেম ও নেককারদের আধ্যাত্মিক নেতা। হজরতের ব্যক্তিত্ব ও তার অবস্থান অনুযায়ী যুগের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ তাকে এই উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি ছিলেন আমাদের শায়েখের গ্রান্ড শায়েখ।

[২] মুরশিদে আলম ছিল তার উপাধি, যার অর্থ হলো- সারাবিশ্বের পথপ্রদর্শক। তিনি অনেক বড়মাপের নকশবন্দি শায়েখ ও আধ্যাত্মিক রাহবার ছিলেন। আমাদের হজরতেরও শায়েখ ছিলেন তিনি।

কুরাইশির[৩] একজন বিশেষ খলিফা এই এলাকা অতিক্রমকালে এখানে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়েছিলেন! এই খবর শুনেই খাজা সাহেব গোলাম হাবিব সাহেবের দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি তোমায় বলিনি এই এলাকায় এসেই আমি ওলি-আল্লাহর নুরের দেখা পাচ্ছি? সুবহানাল্লাহ!

আরেকটি হৃদয়জাগানিয়া ঘটনা তুলে ধরছি। এই ঘটনাটি মাওলানা বদরে আলম মিরাঠিকে নিয়ে। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেম। তার লিখিত 'তারজুমানুস সুন্নাহ' গ্রন্থটি ওলামা-মহলে খুবই প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয়। এই গ্রন্থের কাজ চলাকালে তিনি হাজি মুহাম্মদ আলা সাহেবের সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। তিনি তখন করাচির ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়ায় থাকতেন। এই বইয়ের চূড়ান্ত কপি প্রস্তুত করার জন্য দিনরাত খাটতেন সেখানে। একবার, সামান্য অবসর পাওয়াতে তিনি হাজি সাহেবের কাছে চিঠি লিখে জানালেন, তিনি করাচিতে আসবেন খুব অল্প সময়ের জন্য। বইয়ের কিছু কাজ নিয়ে আলোচনা করতে। তাই চিঠিতে তিনি খুব তাগিদের সাথে জানিয়ে দেন যেন তার আসার সংবাদ কোনোভাবেই প্রকাশ না করা হয়। তিনি চাচ্ছিলেন না এই স্বল্প সময়ের ভ্রমণে লোকজনের দেখা-সাক্ষাতের ভিড়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট হয়ে যাক। হজরত সাইয়েদ জাওহার হোসাইন শাহ[৪] সেই সময় স্থানীয় এক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আর অবসর সময়ে হাজি সাহেবের সান্নিধ্যে থেকে হস্তলিপিবিদ্যার চর্চা করতেন। যেহেতু তিনি হাজি সাহেবের কাছে প্রতিদিনিই যাওয়া-আসা করতেন, তাই হাজি সাহেব মাওলানা বদরে আলম মিরাঠির আগমন-সংবাদ জাওহার সাহেবকে জানিয়ে দিলেন। পাশাপাশি তাদের সাথে রাতের খাবারের আমন্ত্রণও জানালেন। জাওহার সাহেব এই বরকতপূর্ণ আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলেন। যথাসময়ে মাওলানা সাহেব আগমন করলেন। কথামতো বই নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলেন। তারপর রাতের খাবার সেরে ইশার নামাজের প্রস্তুতি নিলেন। মাওলানা বদরে আলম[৫] সাইয়েদ জাওহার

---

[৩] খাজা ফজলে আলি কুরাইশি রহ. বিশ্ববিখ্যাত একজন নকশবন্দি শায়েখ। তিনি খাজা আবদুল মালিক সিদ্দিকির আধ্যাত্মিক শায়েখ।

[৪] সাইয়েদ জাওহার হোসাইন শাহ রহ. একজন বুজুর্গ ও নকশবন্দি শায়েখ। আমাদের হজরতের প্রথম শায়েখও তিনি। সেইসাথে তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা হানাফি ফকিহ। বিখ্যাত কিতাব 'উমদাতুল ফিকহ' তিনিই রচনা করেন।

[৫] মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি রহ. একজন উচ্চপর্যায়ের আলেম ছিলেন। মাজাহিরে উলুম সাহারানপুর ও দারুল উলুম দেওবন্দের সন্তান তিনি। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. এর সহিহ বুখারির দরসে টানা পাঁচ বছর অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রিয় শায়েখের সহিহ বুখারির দরসসমগ্র আরবি ভাষায় সংকলন করেন। এটিই বিখ্যাত 'ফায়জুল বারি' হিসেবে প্রসিদ্ধি পায়। পাক-ভারত বিভক্তির পর তিনি পাকিস্তানে হিজরত করেন। সেখানে শাব্বির আহমাদ উসমানি রহ. এর প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুম আল-ইসলামিয়ায় পাঠদান করতেন। মদিনা তাইয়েবার প্রতি তার

সাহেবকে দেখে বললেন, আপনাকে দেখে তো মৌলবি মনে হচ্ছে। আপনিই ইশার নামাজের ইমামতি করুন। (বদরে আলম রহ. মুসাফির ছিলেন)। শাহ সাহেব সম্মত হয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং ইশার জামাতের ইমামতি করলেন। নামাজ শেষ হওয়ামাত্র বদরে আলম মিরাঠির অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল! তিনি হাজি সাহেবকে বললেন, এখানে একজন সাহিবে নিসবত[৬] বুজুর্গ আছেন এ কথা আপনি আমাকে আগে জানাননি কেনো? জানা থাকলে তার সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষণ করতে পারতাম। হাজি সাহেব অবাক হলেন। কে এমন মর্যাদাবান ব্যক্তি, যার খবর তিনি নিজেও জানেন না এখন পর্যন্ত? এখানে তো শাহ সাহেব ছাড়া কেউ নেই। তা হলে কী..! বদরে আলম মিরাঠি শাহ সাহেবের দিকে ইশারা করে বললেন, এই মাওলানার অন্তরে নুরের নিসবত আছে। হাজি সাহেব অবাক বিস্ময়ে শাহ সাহেবের দিকে তাকালেন। এতদিন ধরে এই মানুষটা তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আছে; কিন্তু তিনি কিছুই জানেন না! বিনয়ের কী অপূর্ব নমুনা! বদরে আলম মিরাঠি রহ. হাজি সাহেবকে বললেন, এটা এই শাহ সাহেবের চূড়ান্ত বিনয় যে, তিনি তার এই নুর শিষ্যত্বের জন্য লুকিয়ে রেখেছেন! হাজি সাহেব পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, শাহ সাহেব তার শায়েখ হজরত খাজা মুহাম্মদ সায়িদ কুরাইশি রহ. থেকে সিলসিলার মেহনতের জন্য বিশেষ অনুমতি পেয়েছেন।

একবার হজরত তার নিজের অভিজ্ঞতাও আমাদের শুনিয়েছিলেন। সে সময় তিনি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকুরি করতেন একটি কোম্পানিতে। তার এক সহকর্মীও একজন কামেল শায়েখের মুরিদ ছিলেন। একবার সেই শায়েখের সফর ছিল এই এলাকায়। তার আগমন উপলক্ষ্যে সেই সহকর্মী হজরতকেও দাওয়াত করলেন। কিন্তু হজরত এই শর্তে রাজি হলেন যে, তার নিসবতের ব্যাপারটি শায়েখকে জানানো হবে না। সহকর্মী রাজি হলে হজরত সময় মতো পৌঁছে যাবেন বলে কথা দিলেন। নির্ধারিত দিনে শায়েখ এসে পৌঁছলেন। হজরতও যথাসময়ে উপস্থিত হলেন। একেবারে স্বাভাবিক পোশাকে। মাথায় শুধু টুপি পরলেন। পাগড়ি ব্যবহার করলেন না। শায়েখের সাথে দেখা করার জন্য কয়েকজন আলেমও এসেছিলেন। হজরত সেখানে গিয়ে একদম পিছনের সারিতে বসে পড়লেন। এখানকার আলোচনার পর শায়েখের পাশের একটি এলাকায় যাওয়ার কথা; কিন্তু মেজবানের আসতে দেরি হচ্ছিল। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে হজরত এগিয়ে গিয়ে পাশের গ্রামটি ঘুরে দেখার জন্য প্রস্তাব দিলেন। শায়েখ সম্মত হলে মেহমানগণ বিদায় গ্রহণ

আজন্ম প্রেম ও ভালোবাসা ছিল। ফলে কিছুদিন পর ১৯৫৩ সালে মদিনায় হিজরত করেন। ১৯৬৫ সালে ইনতেকাল করলে এই পবিত্র শহরেই সমাহিত হন জ্ঞানের এই মহীরুহ।

[৬] সুলুকের জগতে 'সাহিবে নিসবত' বলতে কোনো কামিল বুজুর্গের সুদীর্ঘ সান্নিধ্য ও বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত ওলি-আল্লাহকে বোঝানো হয়।

করলেন। সহকর্মী মুরিদ, শায়েখ ও হজরত গাড়িতে চড়ে বসলেন। হজরত চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছিলেন আর শায়েখ ও মুরিদ পরস্পর আলোচনা করছিলেন। এভাবেই পাশের গ্রামে পৌঁছলেন তারা। সেখানে যেতে যেতে এশার নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেল। সবাই অজু করে নামাজ পড়লেন। তারপর শায়েখকে সামান্য মোরাকাবার আহ্বান জানানো হলো। শায়েখ রাজি হলেন। এবং কিছুক্ষণ মোরাকাবা করেই তিনি ক্ষান্ত দিলেন। তার চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। কিছুটা অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠল চেহারায়। মুরিদকে ডেকে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। মুরিদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কারণ জানতে চাইলে শায়েখ বললেন, আমাকে তুমি অথবা আপনি (হজরতকে সম্বোধন করে) কেউই জানাননি যে, আপনি একজন সাহিবে নিসবত ব্যক্তিত্ব। আমি মোরাকাবায় স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম আপনি সিলসিলার নুর বহন করছেন। আমাকে জানালে আমি আপনার সাথে যথাযোগ্য ব্যবহার করতে পারতাম। এখন এর প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আমি আপনাকে বিদায় দিতে আমার সকল মুরিদকে নিয়ে এই গ্রামের শেষ সীমানা পর্যন্ত আপনার সাথে হেঁটে যাব।

হজরতের সাথে সিরিয়া-ভ্রমণেও একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমাদের। যাদের অন্তর আল্লাহর ভালোবাসায় জাগ্রত, তারা ঠিকই হজরতের এই নুর অনুভব করতে পারেন। ইমাম নববি রহ. এর মাজার জিয়ারত করতে যাওয়ার সময় 'নাওয়া' শহরের পাশের এক গ্রাম্য মসজিদে আমরা জুমার নামাজের জন্য বিরতি নিলাম। নামাজ শেষে খতিব সাহেব দ্রুত হজরতের দিকে এগিয়ে এলেন। আমাদের সবাইকে দুপুরের খাবারের দাওয়াত দিলেন। আমাদের কর্মসূচি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকায় হজরত বিনীতভাবে বিষয়টি তাকে জানিয়ে দিলেন। এবার খতিব সাহেব তার আরবীয় জোব্বার পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোটা একটা নোটের তোড়া বের করে আনলেন। আর খুব অনুরোধ করতে থাকলেন এই টাকা দিয়ে কিছু খাবার কিনে নিতে। আমরা খেয়াল করে দেখলাম তিনি তার মাসিক বেতনের একটা বড় অংশই দিয়ে দিয়েছেন। আর খাবারের জন্যও তা ছিল আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু কিছু করার ছিল না। উনি নাছোড়বান্দার মতো আমাদের নিতে বাধ্য করলেন। আমরা কিছুটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকালে তিনি হজরতের প্রতি ইশারা করে বললেন, তার নুর আমাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

আমাদের হজরত তার এই অমূল্য নুর অন্তরে বহন করে ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে ইস্তাম্বুল ও তুরস্কের কয়েকটি শহর ভ্রমণ করেন। এশিয়া ও ইউরোপকে দু'ভাগে বিভক্তকারী বসফরাস প্রণালির অথৈ নীল জলরাশি, যার গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান ও অপরূপ নান্দনিক সৌন্দর্য ইস্তাম্বুলকে পৃথিবীর সেরা সেরা রাজা ও সম্রাটদের তাদের মুকুটের মণি ও সাম্রাজ্যের শোভা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে; শত শত বছর ধরে। এই শহরের উত্থান ও পতন

পৃথিবীবিখ্যাত বহু সভ্যতার উত্থান-পতনের নিয়ামক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক শহর যুগে যুগে বিশ্বপরাশক্তিগুলোর শক্তিমত্তা যাচাইয়ের যুদ্ধভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিমদের জন্য তো এই শহর গৌরবময় অতীতের এক সুমহান নিদর্শন। বর্তমানেও উম্মাহর জন্য এক আলোকবর্তিকারূপে আলো ছড়াচ্ছে এই শহর। পূর্বে যেমন আমাদের মহান সেনাপতিগণ তোপ-কামানের সাহায্যে এই শহর জয় করেছিলেন, একইভাবে আমাদের শায়েখ সেইসব যুদ্ধাস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী ও শতগুণ বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী উপকরণ নিয়ে এই শহরে আগমন করেছেন, যার প্রভাবও হবে সুদীর্ঘ ও সুদূরপ্রসারী। তিনি প্রবেশ করেছেন—যেমনটা তিনি সবসময় করে থাকেন—মানুষের হৃদয়রাজ্যে আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা গেঁথে দিতে। অনাগত সময়ই বলে দেবে হজরতের ছোট্ট এই সফরে ইস্তাম্বুলের মানুষের হৃদয়রাজ্যে কতটা প্রভাব পড়েছে।

আমাদের হজরতের পূর্বেও বহু নকশবন্দী শায়েখ এই অঞ্চলে সিলসিলার এই মহান নুর বহন করে এনেছেন। প্রথম নকশবন্দী জামাত অবশ্য পনেরো শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এসেছিলেন। মাওলানা রুমীর আনাতোলিয়ায়। তারপর ধীরে ধীরে তাদের আগমনের ধারা অব্যাহত থাকে। খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার রহ. এই অঞ্চলের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। তারই ওসিয়ত অনুযায়ী তার বহু মুরিদ ও খলিফা[৭] মুসলিমবিশ্বের এই উর্বর (ধর্মীয়ভাবে) অঞ্চলে হিজরত করেন। ফলে নকশবন্দিয়া সিলসিলা মধ্যএশিয়া থেকে পশ্চিমে ক্রমেই তার বিস্তারের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। আধুনিক তুরস্কে তাই ইসলামি সমাজ ও সংস্কৃতিতে নকশবন্দী ধারার ব্যাপক প্রভাব ও গভীর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

শায়েখ মুহাম্মদ মুরাদ রহ.—হজরত খাজা মাসুম বিল্লাহ রহ.[৮] এর বিশেষ খলিফা—তুরস্কের এই ভূমিতে নকশবন্দী ধারার মুজাদ্দিদী সিলসিলার প্রবর্তক। তিনিই এই ধারাকে এই অঞ্চলে পরিচিত ও জনপ্রিয় করেছেন। তিনি প্রথম তুরস্ক সফর করেন ১৬৮১ সালে। এরপর সেখানে একাধারে পাঁচ বছর অবস্থান করে জনগণের আত্মশুদ্ধিতে নিমগ্ন থাকেন। তারপর দীনপ্রচারের লক্ষ্যে পুনরায় সফরে বের হন। এই দফায় প্রায় তিন দশক তিনি সফর করেন। সর্বশেষ ১৭২৭ সালে আবার তুরস্কে আসেন। সেই বছরই তিনি ইনতেকাল করেন। একটি খানকাহ[৯]

---

[৭] খলিফার বহুবচন। অর্থ হলো বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত ধর্মীয় প্রতিনিধি।

[৮] ইনি ইমামে রব্বানি, মাহবুবে সুবহানি হজরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি শায়েখ আহমাদ সিরহিন্দি রহ. এর সুযোগ্য পুত্র ও খলিফা।

[৯] খানকাহ বলা হয় এমন একটি থাকার জায়গাকে, যেখানে আল্লাহর পথের মুসাফিরগণ আসেন নিজেদের অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য। দীর্ঘদিন পর্যন্ত শায়েখের সান্নিধ্যে অবস্থান করে তারা স্বীয় চারিত্রিক ও ধর্মীয় গুণাবলি শুদ্ধ করে থাকেন।

নির্মাণ করা হয় হজরতের মাজারের পাশেই। এটিই তুরস্কে প্রতিষ্ঠিত নকশবন্দী ধারার মুজাদ্দিদী শাখার প্রথম খানকাহ হিসেবে পরিচিত।

এরপর মাওলানা খালিদ রুমী রহ. এই অঞ্চলে আগমন করেন। তিনি হজরত গোলাম আলি দেহলবি রহ. এর অন্যতম প্রধান খলিফা ছিলেন, যিনি হিন্দুস্তানের বাইরে থেকে এসেছিলেন। হজরত গোলাম সাহেব মির্জা মাজহার জানেজানাঁ রহ. এর সুযোগ্য খলিফা ছিলেন। এই হজরত আমাদের হজরতের নকশবন্দী মুজাদ্দিদী ধারার ৩১তম ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি। এই ধারায় আমাদের হজরতের অবস্থান ৪০তম। হজরত গোলাম আলি দেহলবি রহ. তেরশো শতাব্দীর (হিজরি) মুজাদ্দিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তারই সুযোগ্য খলিফা হজরত খালিদ রুমী রহ. উনিশ শতকের শুরুর দিকে নকশবন্দী ধারাকে ইরাক, সিরিয়া ও তুরস্কে জীবন্ত করে তোলেন। তুরস্কের গণ্যমান্য ও প্রবীণ আলেমদের উদ্দেশে লেখা এক পত্রে হজরত গোলাম আলি তার খলিফা মাওলানা খালিদ রুমীর অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন—'তার হাত যেন আমারই হাত। তার চিন্তাধারা আমারই চিন্তাধারা। তার বন্ধুত্ব যেন আমারই সাথে বন্ধুত্ব। তার প্রতি লোকেদের বিরূপ মনোভাব ও বিদ্বেষপোষণ আমাকে গভীরভাবে আহত করে। জনগণের তাকে বরণ করে নেওয়া যেন আমারই শায়েখ হজরত খাজা আহরার, হজরত বাকি বিল্লাহ ও হজরত মুজাদ্দিদ রহ. কে বরণ করে নেওয়া। তিনি যে দেশে যাবেন, সেখানকার মানুষদের উচিত তাকে যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। আমার কর্তব্য হলো, আমি তার পবিত্র জীবন, দীর্ঘ আয়ু ও নিরাপত্তার জন্য সবসময় দোয়া করি।'

মাওলানা খালিদ রুমী থেকে সিলসিলার এই মহান নুর অর্জন করেছেন তুরস্ক ও সিরিয়ার বহু আলেম। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশ্ববিখ্যাত হানাফি ফিকাহবিদ ইবনে আবিদিন শামি। তার প্রণীত 'রদ্দুল মুখতার' পৃথিবীবিখ্যাত কিতাব। মাওলানা গোলাম মুহিউদ্দীন কুসুরি রহ.—গোলাম আলি রহ.-র খলিফা ও জীবনীকার—মাওলানা খালিদ রুমীর ব্যাপারে লিখতে গিয়ে বলেছেন, দিল্লি সফরকারীদের থেকে আমরা শুনেছি, মাওলানা খালিদ পুরো রুম অঞ্চলের (আধুনিক তুরস্ক) মারজা (আধ্যাত্মিক রাহবার ও প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব) ছিলেন।

খিলাফতের পতনের পর বহু বছর অতীত হয়েছে। আধুনিক তুরস্কের প্রয়োজন ছিল আবার কোনো নতুন 'মাওলানা খালিদ রুমী'র বয়ে আনা নুরের পরশের। আমাদের হজরতের জন্য মহান আল্লাহ পথ খুলে দিয়েছেন। আবার সেই মহান ও পুণ্যময় নুরের আমানত বহন করে হজরত উসমানীয়দের দেশ ভ্রমণে এলেন। আমাদের মতো নাদান বেকুবদের—যাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাহজরতের সাথে এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঐতিহাসিক ভ্রমণে সঙ্গলাভের সুযোগ করে দিয়েছেন—লক্ষ-কোটিবার তার মহান দরবারে শুকরিয়া জানানো উচিত। আলহামদু লিল্লাহ!

সত্যিই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সামান্য এক নজর মুহূর্তেই তার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের জীবনের সেরা মুহূর্ত সেগুলোই, যা আমরা প্রাণপ্রিয় হজরতের সান্নিধ্যছায়ায় কাটিয়েছি। হৃদয় প্রশান্তকারী সেই চাহনিগুলো দেখে কত মানুষের আত্মা প্রশান্তি পেয়েছে, তার কোনো হিসাব নেই। মাওলানা রুমী—আল্লাহপ্রেমের জগতে এক অবিসংবাদিত নাম—কী চমৎকার কথাই-না বলে গেছেন,

یک زمانہ صحبت با اولیا ☆ بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

আল্লাহর প্রিয়ের সাথে কাটানো এক মুহূর্ত শত বছর একনিষ্ঠ উপাসনার চাইতে উত্তম।

আমাদের এই ঐতিহাসিক ভ্রমণের পুরো বিবরণ আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। সেখান থেকে উপভোগ্য ও শিক্ষণীয় মুহূর্তগুলো আল্লাহর ইচ্ছায় আমি বই আকারে আমাদের অনুপস্থিত ভাইবোনদের জন্য তুলে ধরেছি। জুনায়েদ বাগদাদদি রহ. বলেছেন, 'আল্লাহর প্রিয়দের মুখনিঃসৃত কথামালা ও কাটানো মুহূর্তগুলোর বর্ণনা আল্লাহর একটি বাহিনী, যা সকল বয়সি পাঠকদের উপকৃত করে।'

আশাকরি, আমাদের সাধারণ পাঠকদের ও বিশেষত সালিকদের জন্য এই ভ্রমণালেখ্যটি প্রভূত কল্যাণের উপকরণ হিসেবে বরিত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমাদের সবাইকে দীনের পথে কবুল করুক।

মুসতফা কামাল
জুমাদাল আওয়াল ১৪৩২
এপ্রিল, ২০১১

প্রথম দিন
পরম প্রতীক্ষিত অবতরণ : ২১
কুরআনুল কারিমের জাদুকরী প্রভাব : ২২
ইতিহাসের বাঁকে : ইস্তাম্বুলে এক সান্ধ্য-ভ্রমণ : ২৭
দ্বিতীয় দিন
পবিত্র ব্যবহার্য জিনিসপত্র পরিদর্শন : ২৯
তোপকাপি প্রাসাদ : ২৯
প্রদর্শনীর জায়গা : পবিত্র ব্যবহৃত বস্তুসমূহের ইতিকথা : ৩০
তোপকাপির প্রাসাদ-তোরণ : ৩০
তোপকাপি প্রাসাদে আসমানি আকর্ষণ : ৩৪
প্যানারোমা ১৪৫৩ ঐতিহাসিক জাদুঘর : ৩৪
ইস্তাম্বুল বিজয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব : ৩৬
উসমানি সাম্রাজ্যের সূচনা : উসমান গাজির গল্প : ৩৭
আল-ফাতিহের মুরশিদ : শায়েখ আক শামসুদ্দীন : ৪০
সুলতান আল-ফাতিহ এবং ইস্তাম্বুল বিজয় : ৪০
একটি বিস্ময়কর পরিকল্পনা : ৪২
শায়েখ আক শামসুদ্দীনের দোয়া : ৪৩
ইস্তাম্বুল বিজয় : ৪৪
সুলতান আল-ফাতিহের মাজারে : ৪৬
উম্মাহর সফলতার গোপন মন্ত্র : ৪৮
তৃতীয় দিন
বসফরাসের তীরে : ইতিহাসের জানালায় : ৫১
বসফরাস তীর, ইস্তাম্বুল : ৫১
সুলেমানি মসজিদ, ইস্তাম্বুল : ৫২
বসফরাসে ধ্যানের আসর : ৫৪
আয়ুপ সুলতানের মাজারে : ৫৫
আবু আইয়ুব আনসারি রা. : জীবন ও কর্ম : ৫৭
আয়ুপ সুলতানে : ৬২
কোনিয়ার উদ্দেশে যাত্রা : ৬২

চতুর্থ দিন

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী : ৬৪
মাওলানা রুমীর মাজারে : ৭১
মাওলানা রুমীর মাজার, কোনিয়া, তুরস্ক : ৭১
শামস তাবরিজের মাজারে : ৭৪
অগ্নিশিখার চারপাশে এক পতঙ্গ : ৭৪
আধ্যাত্মিক জগতে মাওলানা রুমীর মর্যাদা : ৭৫
হারানো ঐতিহ্যের সন্ধানে : ৭৫
কোনিয়ায় নকশবন্দী খানকাহ : ৭৬
মাওলানা রুমী ও মসনবী : ৭৭
আধ্যাত্মিক উপকার গ্রহণের সক্ষমতা : ৭৮
বিচার দিবসে ভালোবাসার অবস্থান : ৮২
আল্লাহর ক্ষমা লাভের পথ : ৮৫
নফস ও কলবের পারস্পরিক সম্পর্ক : একটি মিথস্ক্রিয়া : ৮৬
বিদায় কোনিয়া : ৮৯

পঞ্চম দিন

আয়াসোফিয়া ভ্রমণ : ৯০
আয়াসোফিয়া মসজিদ : ৯০
আয়াসোফিয়া মসজিদ, ইস্তাম্বুল : ৯১
হৃদয়বিজেতা আয়াসোফিয়ায় : ৯১
সুলতান আহমেদ মসজিদ : ৯৩
আসল ও নকলের পার্থক্য : ৯৪
বিদায়বেলা : ৯৪